৬.৪. বুদ্ধিবাদী মতবাদ ঃ অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধ-মতবাদ বা প্রসক্তিবাদ (Rationalist View : Necessary Connection Theory or Entailment Theory) :

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা কার্য-কারণ সম্পর্কে সাধারণভাবে যে মতবাদ পোষণ করেন তাকে বলা হয় 'অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধ-মতবাদ'। এই মতবাদ অনুসারে কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তরীণ বলে ঐ সম্পর্ক আবশ্যিক এবং অচ্ছেদ্য। কারণ থাকলেই কার্য থাকবে। যেখানে এবং যখনই ক-রূপ কারণটি ঘটে,

Scanned by CamScanner

সেখানে এবং তখনই খ-রূপ কার্যটি ঘটে। আগুন থাকলে তার দহন কার্যও থাকে। আগুন আগে যেমন দহন করেছে, ভবিষ্যতেও তেমন করবে। আগুন আছে কিন্তু দহন-কার্য নেই, এমন হতে পারে না। আগুন ও তার দহন-কার্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। **কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক তাই আবশ্যিক বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ।** এই সম্বন্ধ আগে যেমন ছিল, এখন তেমনই আছে এবং ভবিষ্যতে ঐ একই রকম থাকবে।

বুদ্ধিবাদীরা সাধারণভাবে এই মতবাদের সমর্থক হলেও **অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক্** (Locke) এই মতবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক্-ও কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক ও অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন। লক্ তাঁর সমকালীন বৈজ্ঞানিক মতবাদকে অনুসরণ করে বলেন, 'কারণ হল এক শক্তি—কার্য-উৎপাদক শক্তি'। তবে, **'অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধ-মতবাদের' সমর্থক বলতে সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদীদের বোঝায়।**

অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধ মতবাদের সমর্থকরা কারণকে কার্যের 'পূর্বগামী' বললেও এমন মনে করেন না যে, সব ক্ষেত্রেই কারণ কার্যের আগে ঘটে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কারণ ও কার্য সমকালীন, অর্থাৎ একসঙ্গে ঘটে। যেমন—আগুন এবং উত্তাপ। আগুন—কারণ, উত্তাপ—কার্য। যে মুহূর্তে আগুন, সেই মুহূর্তে উত্তাপ। আগুন ও উত্তাপের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকলেও তারা সমকালীন। **বুদ্ধিবাদীরা এজন্য তাঁদের 'অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধ মতবাদকে' 'প্রসক্তিবাদ'ও বলেন—কারণ ও কার্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা প্রসক্তি-সম্বন্ধ।**

'প্রসক্তি' কী ? 'প্রসক্তি-সম্বন্ধ' বলতে কী বোঝায় ?

অবরোহ অনুমানের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের যে সম্বন্ধ তাকে 'প্রসক্তি' (entailment) বলা হয়। এই সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বিষয়ের মধ্যে **প্রথমত, কালগত পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকে না এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটি থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।** অর্থাৎ প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৈধ অবরোহ অনুমানে প্রথমত, হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো কালগত পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকে না (কেননা, হেতুবাক্যের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিহিত থাকে), তাদের পূর্বাপর সম্বন্ধ কেবল **চিন্তাগত** (কেননা, আমরা আগে হেতুবাক্যের এবং পরে সিদ্ধান্তের চিন্তা করি) ; দ্বিতীয়ত, বৈধ অবারোহ অনুমানের সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়—বিশেষ হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনিবার্য বা অবশ্যম্ভব সম্পর্ক। বৈধ অবরোহ অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল—

সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব
এবং
রাম হয় মানুষ

এই দুটি হেতুবাক্য থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত 'রাম হয় মরণশীল জীব' অনিবার্যভাবে পাওয়া যায়। উপরন্তু, এখানে হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে কালগত পূর্বাপর সম্পর্ক নেই, কেননা 'সব মানুষ মরণশীল জীব' এবং 'রাম মানুষ', এমন বলার অর্থই হচ্ছে 'রাম নামক মানুষটিও মরণশীল' একথাও বলা। বৈধ অবরোহ অনুমানে তাই হেতুবাক্য

Scanned by CamScanner

সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। যদি এটা সত্য হয় যে, 'সব মানুষ মরণশীল' এবং 'রাম মানুষ' তাহলে 'রাম মরণশীল' এই সিদ্ধান্ত বাক্যটি অবশ্যই সত্য হবে। তাহলে বৈধ অবরোহ অনুমানের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের প্রসক্তি-সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(১) হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে চিন্তাগত পূর্বাপর সম্পর্ক থাকলেও কালগত পূর্বাপর সম্পর্ক নেই।

(২) হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অনিবার্য।

(৩) হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না।

বুদ্ধিবাদীরা কারণ এবং কার্যের সম্বন্ধকে 'প্রসক্তি-সম্বন্ধ' না বললেও 'প্রসক্তি-সদৃশ সম্বন্ধ' বলেন। প্রসক্তি-সম্বন্ধ হচ্ছে বচনের (হেতুবাক্যের) সঙ্গে বচনের (সিদ্ধান্ত বাক্যের) সম্বন্ধ। কার্য-কারণ সম্বন্ধ হচ্ছে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য এক ঘটনার সম্বন্ধ। এজন্যই বুদ্ধিবাদীরা কার্য-কারণ সম্বন্ধকে 'প্রসক্তি-সম্বন্ধ' না বলে 'প্রসক্তি-সদৃশ-সম্বন্ধ' বলেছেন। **বুদ্ধিবাদীরা তাঁদের প্রসক্তিবাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্বন্ধ যেমন অভ্যন্তরীণ, অচ্ছেদ্য এবং অবশ্যম্ভব, কার্য এবং কারণের মধ্যে সমন্ধও তদ্রুপ।** অর্থাৎ—

(১) কারণ ও কার্যের মধ্যে যে পূর্বাপর সম্পর্ক তা আসলে **চিন্তাগত পূর্বাপর সম্পর্ক**—আমরা আগে 'কারণের' এবং পরে 'কার্যের' চিন্তা করি।

(২) কারণ ও কার্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনিবার্য, **অবশ্যম্ভব**—যে সম্পর্ক আগে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

(৩) কারণ ঘটলে কার্য অবশ্যই ঘটে। কারণ ঘটেছে কিন্তু কার্য ঘটেনি, এমন হতে পারে না, কেননা তাদের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। **কারণরূপ ঘটনাটির ঘটার মধ্যেই কার্যরূপ ঘটনাটির ঘটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।**

যেমন, ঘর্ষণ এবং উত্তাপ। ঘর্ষণ—কারণ, উত্তাপ—কার্য।

এখানে (১) ঘর্ষণ মুহূর্তেই উত্তাপ দেখা দেয়, (২) ঘর্ষণ হলে উত্তাপ হবেই—আগেও হয়েছে, এখন হচ্ছে, পরেও হবে, (৩) ঘর্ষণ হচ্ছে কিন্তু উত্তাপ হচ্ছে না, এমন হতে পারে না, কেননা তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অভ্যন্তরীণ, অচ্ছেদ্য। ঘর্ষণের মধ্যে উত্তাপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঘর্ষণ উত্তাপের হেতু।

Scanned by CamScanner